এমপিওভুক্তিতে ভুল স্বীকৃতির গলদে

শিক্ষাবোর্ডের কাছ থেকে তথ্য আপডেট করেনি ব্যানবেইস

শরীফুল আলম সুমন ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৫ মিনিটে

প্রিন্ট

অ- অ অ+

দুই হাজার ৭৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয় গত বুধবার। এবারের এমপিওভুক্তিতে রয়েছে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ঝলইশালশিরি ইউনিয়নের নতুন হাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের নাম। এমপিওভুক্তির পরই গত বুধবার রাত থেকে নতুন হাট বাজারের পাশে একটি জমিতে ওই কলেজের সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। একই সঙ্গে জোরেশোরে শুরু হয়েছে কলেজটির নির্মাণ কাজ।

জানা যায়, পঞ্চগড় বিসিক নগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ দেলদার রহমান এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্ত্রী শামীমা নাজনীন কাগজে কলমে ওই কলেজের অধ্যক্ষ। আর বিসিক কলেজেই একই সঙ্গে ওই কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

দেলদার হোসেন সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছেন, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০০। আর শিক্ষক ৬ জন। চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় ৬০ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫৮ জন। কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠানের সবই ঠিক আছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এবারের এমপিওভুক্তির তালিকায় অনেক প্রতিষ্ঠানই রয়েছে যাদের নিজস্ব কোনো অবকাঠামো নেই। এমনকি নেই পড়ালেখার আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধাও। তারা অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের পড়ালেখা করাচ্ছেন। তবে এমপিওভুক্তির আশায় নামটি ঠিকই রেখেছেন। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াবাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর প্রথম তিন বছর পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর শিক্ষার্থী পাসের হার, স্থায়ী অবকাঠামো চূড়ান্ত হলে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে সেই স্বীকৃতিও তিন বছর পর পর নবায়ন করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় বোর্ডগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আর্থিক যোগসাজশে ভাড়া বাড়িতে থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃতির নবায়ন করে নেয়। এখন নতুন হাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ যেভাবে চলছে সেভাবে তাদের স্বীকৃতিই বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। আর স্বীকৃতি বাতিল হলে তাদের এমপিওভুক্তি পাওয়ার কথা নয়। ফলে এই স্বীকৃতির ভুলে এবারের এমপিওভুক্তিতে নানা ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র জানায়, এবারের এমপিওভুক্তির জন্য তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস)। কিন্তু তারা শিক্ষা বোর্ডগুলোর কাছ থেকে যেমন তথ্য যাচাই করেনি, আপডেট তথ্যও নেয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রতিষ্ঠার শুরুতে একবার স্বীকৃতি নিয়েছিলো কিন্তু পরে আর স্বীকৃতি নবায়ন করেনি। কিন্তু ব্যানবেইস তাদের পুরোনো তথ্য ধরেই স্বীকৃতি আছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। এই স্বীকৃতি নবায়ন হয়েছে কী-না সেটা আর যাচাই করেনি। এই সুযোগে বেশকিছু অযোগ্য প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় চলে এসেছে।

h

রাজধানীর বাড্ডায় অবস্থিত ন্যাশনাল কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডি ও অধ্যক্ষ নিয়ে দীর্ঘদিন ঝামেলা চলছে। ভাড়া বাড়িতে চলছে পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি। তাদের স্বীকৃতিও যথাযথভাবে নবায়ন হয়নি। অথচ এবারের এমপিওভুক্তির তালিকায় আছে এই প্রতিষ্ঠানটিও। একই ভাবে নরসিংদী আইডিয়াল কলেজ ও নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজও চলছে ভাড়া বাড়িতে। তারাও এমপিওভুক্তি পেয়ে গেছেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনেক প্রতিষ্ঠান ভাড়া বাড়িতে চললেও আমরা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে শর্ত দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য স্বীকৃতি নবায়ন করি। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার শুরুতে এক দুইবার স্বীকৃতি নবায়ন করেছে, কিন্তু শর্ত পূরণ করতে পারেনি, তারা স্বীকৃতি নিতেও আসে না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। আবার অনেক সময় ব্যবস্থা নেওয়াও সম্ভব হয় না।'

তবে ঢাকা বোর্ডের আরেকজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, 'এমপিওভুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল স্বীকৃতি থাকা। আর বোর্ডগুলোর কাছে এ ব্যাপারে আপডেট তথ্য রয়েছে। কিন্তু ব্যানবেইস থেকে আমাদের কাছে কোনো তথ্য চাওয়া হয়নি। আমাদের কাছ থেকে তথ্য নিলে এমপিওভুক্তির তালিকা আরো নির্ভরযোগ্য হতো।'

যশোরের অভয়নগর উপজেলায় আগে থেকেই এমপিওভুক্ত রাজ টেক্সটাইল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এবারও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে এমপিওভুক্তিতে স্থান পেয়ছে। অথচ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমিক শাখা এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছিলো।

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার সন্দেশ দিঘী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নেই বসার মতো কোনো স্থান। কাম্য শিক্ষার্থী, পরীক্ষার ফল কোনোটাই ভালো নয়। তবুও এমপিওভুক্ত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহজালাল কলেজটি জাতীয়করণ হয়ে গেলেও তাদের রাখা হয়েছে এমপিওভুক্তির তালিকায়।

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামি আলহাজ ঝুনু মিয়ার নামে নামকরণ করা আলহাজ ঝুনু মিয়া হাইস্কুলের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত হয়েছে। ২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঝুনু মিয়ার নামে জামালগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সদরকান্দি গ্রামের আবদুল জলিল একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন। এলাকাবাসী এখন স্কুলটির নাম পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন।

পঞ্চগড়ের সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের বাসিন্দা ৭১-এর শান্তি কমিটির সদস্য খামির উদ্দিন প্রধানের নামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটির আলিম স্তর এবার এমপিওভুক্ত হয়েছে। এছাড়া হিলফুল ফুজুল জামায়াতে ইসলামীর এনজিও নামে পরিচিত। তাদের পরিচালিত ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের হিলফুল ফুজুল টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজ, নেত্রোকোনার কমলাকান্দায় হিলফুল ফুজুল দাখিল মাদ্রাসাও এমপিওভুক্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যেহেতু এবার চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যেসব প্রতিষ্ঠান যোগ্য, তারাই এমপিওভুক্তি পেয়েছেন। তাই যুদ্ধাপরাধী বা জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তি পেতে পারে। সেখানে তো শুধু তাদের সন্তানরাই পড়েন না, দল-মত নির্বিশেষে সবার সন্তানরাই পড়ালেখা করে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিতে বাধার সৃষ্টি না করে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জরুরিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।